পর্নোগ্রাফি, মাস্টারবেশন
ও সমকামিতার ছোবল

জমিয়ে রাখা হাজারো

যুবকের আর্তনাদ

আশিকুর রহমান

জমিয়ে রাখা হাজারো

যুবকের আর্তনাদ

আশিকুর রহমান

✱

নাসিহা
পাবলিকেশন

সূচি

১. মাস্টারবেশনের উৎপত্তি

২. সমকামীতার আভাস

৩. ক্ষতির দিকগুলি

৪. দ্বীনদার বন্ধুর উপকারিতা

৫. তাহলে মুক্তির উপায়

৬. সমাধান কি আসলে বিয়ে

৭. সিনেমা ভার্সেস বাস্তব জীবন

৮. পরকিয়ার সম্ভবনা

৯. চ্যালেঞ্জিং

১০. আর্তনাদ

১১. সত্য না তবে অবাস্তবও নয়

মাস্টারবেশনের উৎপত্তি

আমাদের যুবসমাজের ধ্বংসের অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে মাস্টারবেশন বা হস্তমৈথুন। যদিও তা ধ্বংসের মাধ্যম তবুও যুবকদের কাছে এটি খুবই জনপ্রিয় একটি কাজ। যা করতে যুবকরা বেকুল হয়ে পড়ে। শুধু তাই না এটাকে তারা নিত্যদিনের রুটিনের মধ্যেও ঢুকিয়ে নিয়েছে। অথচ তারা তা বুঝতেও পারছে না যে, এটা তাদের জন্য কেমন ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে?

এই মাস্টারবেশন বা হস্তমৈথুন যুবকদের জীবনে কখন আবির্ভাব ঘটে? এটা কি শুধু বড়রাই করে নাকি ছোটরাও এই নেশায় মত্ত? আসলে এই মাস্টারবেশন বা হস্তমৈথুন ছোট কাল থেকেই শুরু হয়। কারো হয়তো বালেগ হওয়ার পর থেকে আবার কেউ কেউ তো এই মাস্টারবেশন বা হস্তমৈথুন এর মাধ্যমেই বালেগ হয়ে থাকে।

আমি অনেক ভাইদের সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম যে যুবকদের এই মাস্টারবেশন বা হস্তমৈথুনের পথ চলা শুরু হয় ক্লাস ফাইভ থেকে সিক্স এর ভিতরেই। আর যদি বয়সের দিক দিয়ে হিসেব করি তাহলে দেখা যায় এগারো থেকে তেরো বছরের ভিতরে মাস্টারবেশন আসক্ত হয়ে যায়। এটা যদি আমরা সরাসরি কারো কাছে থেকে শুনি তাহলে হয়তো আরো শিওর হতে পারবো তাই আসুন কিছু মাস্টারবেশন আসক্ত ভাইদের থেকে সরাসরি জেনে নেই আসলে তারা কখন থেকে এই নেশায় আসক্ত? কত দিন যাবত এই মাস্টারবেশন বা হস্তমৈথুনের গোলাম হয়ে রয়েছে?

১.—"আমি সাত বছর যাবত হস্তমৈথুনে আসক্ত। যদিও আমি এখনো ছোট। আমার বয়স মাত্র উনিশ। দেখা যেত প্রত্যেক সপ্তাহেই আমি দুই তিনবার করে হস্তমৈথুন বা মাস্টারবেশন করতাম এমনকি মাঝে মাঝেই দিনে দুই তিন বারও করে ফেলতাম যখন শয়তানের প্রচারণা আমাকে বেশি গ্রাস করতো।"

২.—"আমার বয়স আঠারো। আমি প্রায় ছয় বছর ধরে এই পাপ কাজের সাথে জড়িত। এই ছয় বছরে কতবার মাস্টারবেশন বা হস্তমৈথুন করেছি তা আমি নিজেও বলতে পারব না।"

৩.—"আমার বয়স পনেরো। আমি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। প্রতিদিন অন্তত পক্ষে একবার করে হলেও হস্তমৈথুন করি সেই ক্লাস সিক্স থেকেই। মোট তিন বছর ধরে আমি হস্তমৈথুন করছি।"

৪.—"আমার বয়স আঠারো বছর, আমি ক্লাস থ্রী থেকে হস্তমৈথুনে আসক্ত, হ্যাঁ ক্লাস থ্রী থেকেই আসক্ত। শুনতে খারাপ লাগলেও এটা সত্য যে আমি দশ বছর বয়স থেকে হস্তমৈথুন করে আসছি।"

এক ছোট ভাইয়ের অবস্থা তো খুবই খারাপ। শুনলেই গা শিউরে উঠে। ছোট একটা ছেলে কী করে এত অল্প বয়সেই এ নেশায় আসক্ত হতে পারে? ভাইটি বলছিল,

—"আমি আট বছর হস্তমৈথুন করেছি। এখন বয়স সতেরো। আগে তো এর ক্ষতিকর দিকগুলো জানতাম না আর হস্তমৈথুন করে মজা পেতাম, তাই করতাম। কিন্তু এখন এটি বাদ দিতে চাচ্ছি কিন্তু পেরে উঠতে পারছি না নিজের নফসের সাথে। ফ্রেন্ড সার্কেলের অনেকেই বলে, আমি আর বাবা হতে পারবো না। তাই আমি খুবই চিন্তিত।"

আমি আরো কয়েকজন হস্তমৈথুন আসক্ত ভাইদের সাথে কথা বলে যে বিষয়টা জানতে পেরেছি তা হলো, যুবকদের এই খারাপ নেশায় আসক্ত হওয়ার সময়কাল হলো দশ থেকে পনেরো বছরের মধ্যে। আর তা যদি আমরা পড়ালেখা দিক দিয়ে হিসেব করি তাহলে দেখা যায় ক্লাস থ্রি থেকে সিক্সের মধ্যেই যুবকেরা এ কাজের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে।

এখন ভাবার বিষয় হলো তারা এত অল্প বয়সেই বা কীভাবে এর খোঁজ পেল? তারা কি জানতো যে এভাবে হস্তমৈথুন করতে হয় আর হস্তমৈথুন করলে কেমন স্বাদ পাওয়া যায়?

উত্তর যদি 'না' হয় তাহলে তাদেরকে কে হস্তমৈথুন শিক্ষা দিয়েছে? এর পেছনে কি কেউ ছিলনা? যদি কেউ নাই থাকে তাহলে এখানে আরেকটি প্রশ্ন তারা তাহলে নিজে নিজে কীভাবে এই হস্তমৈথুন শিখে ফেললো? তবে এর পেছনে কি কেউ আছে?

আমাদের দেশের সিংহভাগ তরুণের পর্নোগ্রাফির সাথে পরিচয় ঘটে তার বন্ধুর মাধ্যমে। উক্ত বন্ধু তার আরেক বন্ধুর মাধ্যমে দেখা শুরু করেছে, সে আবার আরেকজনের কাছে- এভাবে চলতেই থাকে! এই শিকলের শেষ যে কোথায়, তা শুধু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই জানেন। সামান্য কৌতুহল নিবারণ করতে গিয়ে কিংবা বন্ধুর আবদার রাখতে গিয়ে যার সূচনা, একসময় তা আসক্তিতে পরিণত হয়ে গোলাপের পাপড়ির ন্যায় কোমল শৈশব ও কৈশোরটাকে বিষাক্ত কণ্টকে পরিণত করে।

এই ছোট ছোট শিশুদের হস্তমৈথুন শিখানোর পেছনে যদি কাউকে দোষ দেওয়া যায় তাহলে সর্বপ্রথমেই দোষ দিতে হয় এলাকার খারাপ ছেলেদেরকে এবং খারাপ বন্ধুদের। কি বিশ্বাস হচ্ছে না এলাকার খারাপ ছেলেরা, খারাপ বন্ধুরা যে এর মূল মাধ্যম?

এ কথার মাঝখানে একটি কথা না বললেই নয়। যারা খারাপ বন্ধু নির্বাচন করে তারা কখনোই সফলকাম হতে পারে না। একজন খারাপ বন্ধু কখনো তার বন্ধুকে ভালো উপদেশ দিতে পারে না। কেননা সে তো নিজেই ভালো উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না সে নিজেই আছে মর্মান্তিক অবস্থায় সে অন্যকে কীভাবে ভালো উপদেশ দিবে। সে অন্যকে কী এমন ভালো কাজের শিক্ষা দিবে? সে নিজেই তো খারাপ কাজের মধ্যে লিপ্ত। যাইহোক এবার আসি আমাদের আগের কথায়। আসুন আমরা দেখে নেই হস্তমৈথুন আসক্ত ভাইদের এ বিষয়ে মতামত কী? তারা কি নিজে নিজেই হস্তমৈথুন শিখে ফেলেছে নাকি তাদের কোন খারাপ বন্ধু অথবা এলাকার বখাটে ছেলেদের থেকে এ সমস্ত কাজগুলো শিখেছে?

একজন হস্তমৈথুন আসক্ত ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কীভাবে হস্তমৈথুনের সাথে পরিচিত হয়েছে? এর উত্তরে সে বললো,